২। সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞানের প্রভেদ নিরূপণ কর। [2006]

উত্তর। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর বেদান্তসারে বলেছেন—"ইদমজ্ঞানং সমষ্টি-ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ একমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে।" অর্থাৎ অজ্ঞানকে বেদে সমষ্টি-বিবক্ষায় এক এবং ব্যষ্টি-বিবক্ষায় বহু বলা হয়েছে। বৃক্ষ সমূহকে ব্যষ্টি অর্থাৎ এক একটি করে পৃথকভাবে দেখলে হয় ব্যষ্টি বৃক্ষ এবং তখন আমরা বলি 'বৃক্ষগুলি'। আবার বৃক্ষগুলিকে সমষ্টিগতভাবে দেখলে হয় সমষ্টি বৃক্ষ এবং তখন তাকে আমরা একটি বন বলি। অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টির পার্থক্যবোধ হয় দৃষ্টির পার্থক্যে। তেমনি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশিত জীবের অজ্ঞানসমূহকে সমষ্টিগতভাবে দেখলে বা বলতে চাইলে বলতে হয় একটি 'সমষ্টি অজ্ঞান'। আবার ভিন্ন ভিন্ন জীবের এক একটি অজ্ঞানকে পৃথক পৃথকভাবে দেখলে বা বলতে চাইলে বলতে হয় 'ব্যষ্টি অজ্ঞান'। এই হল উভয়ের প্রভেদ। তাছাড়া বেদান্তসারে আরো বলা হয়েছে যে, সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্ট উপাধি বলে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান এবং এই উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে বলা হয় ঈশ্বর। অথচ ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্ট উপাধি বলে মলিন-সত্ত্ব-প্রধান এবং এই উপাধিবিষ্ট চৈতন্যকে বলা হয় প্রাজ্ঞ। উভয়ের এরূপ প্রভেদও রয়েছে।

Scanned with CamScanner